জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৮শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১২ই বৈশাখ বুধবার ১৩৬৯ ইংরাজী 25th April 1962 { ৪৮শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লন্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Sarur

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

স্থায়িত্ব ও নিপুণতা আনবে।

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল বুক-বাইণ্ডিং হল

এখানে সকল প্রকার বই ও খাতা সুলভে বাঁধান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীজি, সি, ঘোষ, রঘুনাথগঞ্জ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই বৈশাখ বুধবার সন ১৩৬৯ সাল।

"যাহা চাই, তাহা ভুল ক'রে চাই, যাহা পাই, তাহা চাই না!"

—•—

গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রৌদ্র। গঙ্গার চড়ার উপর দিয়া খালি পায়ে চলা দুঃসাধ্য। গঙ্গার বালি প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে এত উত্তপ্ত হইয়াছে যে, মনে হয় এই গরম বালিতে ধান দিলে খৈ হ'য়ে যায়। এক কৌপীনধারী সন্ন্যাসী নগ্নপদে আবরণহীন মস্তকে সেই চড়ার উপর দিয়া চলিয়াছে। সন্ন্যাসীর মনে মনে হইতেছে যে একটি ঘোড়া পাইলে সে তাহার উপর চড়িয়া বেশ আরামে গন্তব্যস্থানে যাইতে পারিত। সন্ন্যাসী ভগবান রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে ঊর্দ্ধমুখে বলিতে সুরু করিল—"একঠো ঘোড়া দেলা দে রাম! একঠো ঘোড়া দেলা দে রাম!" কোথায় রাম—কোথায় সন্ন্যাসী—কোথায় ঘোড়া? কে কার কথা শোনে! কিছুদূর যাইতে যাইতে সে দেখিল দুইজন যুদ্ধের পল্টন তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। তাহারা সন্ন্যাসীকে ধরিয়া নিকটস্থ গ্রামের ময়দানে, যেখানে তারা ছাউনীর জন্য তাম্বু করিয়াছিল, সেইখানে লইয়া চলিল। তাহাকে তাহাদের কাপ্তেনের কাছে উপস্থিত করিল। কাপ্তেন এই অর্দ্ধ উলঙ্গ লোকটিকে পাইয়া সৈন্যদের হুকুম দিলেন—ইস্কো কান্ধাপর ঘোড়াকা বাচ্চা কো চাপাও, ঠিকানা মে যাকে দোঠো রূপেয়া দিয়া যায়েগা।"

সেই দিন পল্টনের একটি ঘোটকী একটি বাচ্চা প্রসব করিয়াছে। এই দিনই তাহাদের নূতন স্থানে ছাউনি করিবার আদেশ হইয়াছে। কাজেই সদ্য প্রসূত বাচ্চাটিকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য একটি মুটের দরকার। সন্ন্যাসীও একটু আগে প্রভু রামচন্দ্রের কাছে কাতরভাবে একটা ঘোড়া প্রার্থনা করিতেছিল। প্রভু একই ঘটনার সৃষ্টি করিয়া উভয় পক্ষের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। সন্ন্যাসী প্রার্থনা করিয়াছে—"একঠো ঘোড়া দেলা দে রাম" তাহাকেও ঘোড়া দিলেন, পল্টনের ঘোটকীর বাচ্চাকেও স্থানান্তরের বাহক মিলাইয়া দিলেন। যখন ঘোড়ার বাচ্চাকে সৈন্যেরা সন্ন্যাসীর ঘাড়ে চাপাইয়া দিল, তখন সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিতে সুরু করিল—ঘোড়া মিলা দিয়া রাম! বা কি উল্টা বুঝলি রাম! হাম ঘোড়ে পর সওয়ার হো জায়েঙ্গে রামজী ঘোড়েকো মেরা পর সওয়ার বানা দিয়া! উল্টা বুঝলি রাম!

দুই শত বৎসর ইংরাজের অধীনতা আমাদের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা নিজ বাসভূমে পরবাসী হইয়া কাতর কণ্ঠে গাহিতাম—

স্বদেশ স্বদেশ বলিস্ কারে
এ দেশ তোদের নয়।
এই যে ক্ষেত শস্যে ভরা,
তোদের নয় এর একটি ছড়া,
চাষের মালিক তোরা কেবল
গ্রাসের মালিক নয়।

ইত্যাদি ইত্যাদি.....

কাতর কণ্ঠের গান শুনিয়া স্বাধীনতার স্থলে "ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস" পাইলাম। স্বাধীন গণতন্ত্র পাইলাম। চালের সঙ্গে কাঁকড় খাইলাম। দেশ আক্রমণ করিল হানাদারগণ। আমাদের সৈন্যেরা তাদের তাড়িয়ে দেশ পার করিয়া দেয় এমন সময় সাদা নিশান তুলিয়া হানাদারদের না তাড়াইয়া রাষ্ট্রসংঘে মামলা করিতে গেলাম। যারা মামলার বিচার করিবে তারা হানাদারের স্থলাভিষিক্ত পাকীস্থানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। অস্ত্র দিয়া পাকীস্থানকে বলশালী করিতেছে।

আজ মামলাবাজ আমরা। খাদ্যহীন আমরা। বস্ত্রহীন আমরা। অর্থ নাই অন্যের দ্বারে ঋণ করিয়া পরিকল্পনা পূরণ করিতে কৃতসংকল্প।

আমরা কি চেয়েছিলাম? কি পেলাম? স্বাধীনতার কৃপায় তেরতলা বাড়ী দেখিলাম। পথে পথে বাস্তুহারা পড়িয়া আছে। গ্রামে গ্রামে সিনেমা। মফঃস্বলে বিজলী আলো। বিজলীতে রেলগাড়ী চলছে। চাই অন্ন বস্ত্র তা পাই না। কাজেই ভুল ক'রে চাওয়া হয়েছে।

রাস্তায় নোংরা জল

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর ৫নং ওয়ার্ড রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়ার সদর রাস্তায় শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ীর সন্নিকটে জল নিষ্কাশনের কালভার্টের আচ্ছাদন ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় নোংরা জলে রাস্তা খারাপ হইতেছে। অবিলম্বে ইহা মেরামত করার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বসন্ত রোগ

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ সহরে বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে। যাঁহারা প্রতিষেধক টিকা লন নাই তাঁহারা অবিলম্বে টিকা লউন। এই ব্যাধি যাহাতে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া না পড়ে তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

মালদহ শহরে অশান্তি

গত ৩রা বৈশাখ সোমবার রাত্রে মালদহ শহরে বিবদমান দুইদল লোকের মধ্যে এক গুরুতর রকমের সংঘর্ষে উক্ত শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর পাক-দরদী লোকের গোপন উস্কানিতে এখানে হাঙ্গামা বাধে। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে পুলিশ পিকেট বসানো হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলেও বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হইয়াছে। পুলিশের ডি. আই. জি. ও স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখার্জি উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করেন। হাঙ্গামার ফলে এবং সান্ধ্য আইনাদির বিধিনিষেধের দরুণ বাজার-হাট দোকান-পাট প্রায় বন্ধ—বাহির হইতে জিনিসপত্রও আসিতেছে না। সেজন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র এবং বিশেষ করিয়া খাদ্যদ্রব্যের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। শান্তি স্থাপনের জন্য কর্তৃপক্ষ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। সীমান্তের অধিবাসিগণের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে।

"বয়েল" এর অনুগ্রহে মানুষ

BOIL (বইল—সিদ্ধ) হচ্ছে খাদ্যের বদলে।

"সিদ্ধপুরুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই"

কর্ম্মখালি

ফরাক্কা থানায় আটটি অঞ্চল পঞ্চায়েৎ-এর প্রত্যেকটির জন্য সেক্রেটারীর পদে নিয়োগার্থে একটি প্যানেল নির্মাণের উদ্দেশ্যে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। প্রার্থিগণকে অবশ্যই স্কুল ফাইনাল বা উহার সমতুল পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে হইবে। প্রার্থিগণের বয়ঃসীমা ২৫ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমান ইউনিয়ন বোর্ড-এর সেক্রেটারিগণ যদি ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষোত্তীর্ণ না-ও হন তবুও অন্যান্য দিক হইতে উপযুক্ত বিবেচিত হইলে দরখাস্ত করিতে পারেন এবং প্যানেলের অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য বলিয়া তাহারা বিবেচিত হইতে পারেন। জঙ্গিপুর, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক প্রেরিত প্যানেল হইতে প্রত্যেকটি অঞ্চল পঞ্চায়েৎ-এর জন্য একজন সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন। মনোনীত প্রার্থিগণকে শিক্ষণের নির্ধারিত পাঠক্রম গ্রহণ করিতে হইবে। সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষণ-সমাপ্তির উপরে সেক্রেটারী হিসাবে তাঁহাদের নিয়োগ নির্ভর করিবে। শিক্ষণের জন্য মনোনীত একজন প্রার্থী মাসিক ৫০৲ টাকা, বিনামূল্যে বাসস্থান ও শিক্ষণ কেন্দ্র পর্য্যন্ত প্রকৃত যাতায়াত ভাতা পাইবেন। শিক্ষণ কেন্দ্রে থাইবার বন্দোবস্ত থাকিবে এবং প্রার্থীকে তজ্জনিত ব্যয় বহন করিতে হইবে। শিক্ষণ সমাপ্তির পরে অঞ্চল পঞ্চায়েৎ-এর সেক্রেটারী হিসাবে নিযুক্ত হইলে তাঁহারা প্রচলিত দুর্মূল্য ভাতা সমেত ৫০৲—১৲—৬৮৲—২৲—৮০৲ টাকা বেতনক্রমে বেতন পাইবেন। সেক্রেটারিগণ সরকারী চাকুরীয়া বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, তাঁহারা অঞ্চল পঞ্চায়েৎ-এর অধীনে কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন। ১৯৬২ সালের ৪ঠা মে তারিখের মধ্যে দরখাস্ত সমূহ মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, জঙ্গিপুর ঠিকানায় পৌছান আবশ্যক।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী
মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ
ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত
যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।
এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)
(ছাত্রবন্ধু পুস্তকালয়ের সম্মুখে)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং *বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি* ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১'১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেণ্ট :—*ডাঃ ডি, ডি, হাজরা*
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত
হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান
হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।
হোমিও পেটেণ্ট "আইওলিন" চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।
হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ